গাংনীতে অবাধে চলছে কৃষি জমির মাটি কাটার মহোৎসব

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে এক্সকাভেটর (ভেকু) মেশিন ব্যবহার করে আবাদি ফসলি জমির মাটি কাটার মহোৎসব চলছে। ‎দিনের আলোতে ও রাতের আঁধারে নির্বিঘ্নে চললেও বিষয়টি দেখেও যেন নির্বিকার উপজেলা প্রশাসন।

‎অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের আব্দুল ওহাব নামের এক কৃষক গ্রামে প্রবেশপথের মেইন সড়কের পাশে আবাদি জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রি করছেন।

‎‎একইভাবে ইকুড়ি গ্রামের প্রধান সড়কের পাশে ড্যাঙ্গার মাঠে খেপু ও ফারুক নামের দুই ব্যক্তি আওয়ামী লীগের দলীয় ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ইটভাটাসহ বিভিন্ন স্থানে মাটি বিক্রি করে আসছেন।

‎‎এছাড়াও উপজেলার দুর্লভপুর, নলডাঙা, মালশাদহ, গোপালনগর মাঠসহ বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে মাটি কাটা চলছে। কেউ দিনে প্রকাশ্যে, আবার অনেকে রাতের আঁধারে গোপনে মাটি কাটছেন।

‎‎সবচেয়ে বড় আকারে মাটি কাটার কর্মযজ্ঞ চালাচ্ছেন উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামের মৃত রহিম বক্স মণ্ডলের ছেলে মাটি ব্যবসায়ী আরশেদ আলী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এক্সকাভেটর মেশিন দিয়ে আবাদি ফসলি জমির মাটি কেটে ইটভাটাসহ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করে আসছেন।

‎‎স্থানীয়দের অভিযোগ, আরশেদ আলী আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় নেতা এবং আওয়ামী লীগের এক প্রভাবশালী নেতার আত্মীয় হওয়ায় দীর্ঘ এক যুগ ধরে এই অবৈধ মাটির ব্যবসা করলেও আজ পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

‎‎আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর দিনের বেলায় মাটি কাটা কিছুটা বন্ধ রাখলেও তিনি প্রতিদিন রাতের আঁধারে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রি করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মাটি বহনকারী ট্রাক ও ট্রলির বিকট শব্দে রাতভর এলাকার মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারছেন না।

‎‎গত সোমবার রাত আনুমানিক ১১টার দিকে হাটবোয়ালিয়া সড়কের মালশাদহ ও গোপালনগর নামক স্থানে সড়কের ওপর এক ড্রাম কাদামাটি পড়ে যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন পথচারী ও যানবাহন চালকরা।

‎‎পরে খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় সড়ক থেকে কাদামাটি অপসারণ করে যান চলাচল স্বাভাবিক করেন।

‎‎এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেনি।

‎‎স্থানীয় সচেতন মহল দ্রুত অবৈধ মাটি কাটা বন্ধে প্রশাসনের কার্যকর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

কোটচাঁদপুর কৃষি জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগ ;এক লাখ টাকা জরিমানা

কৃষি জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে তোয়াক্কেল হোসেন কে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেট নিরুপমা রায়। গতকাল মঙ্গলবার কোটচাঁদপুরের মুরুটিয়ার ঘোষের মাঠে এ জরিমানা করেন তিনি।

কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ইউনুচ আলী বলেন, কোটচাঁদপুরের বলুহর ইউনিয়ন পরিষদের মুরুটিয়া গ্রামের ঘোষের মাঠ থেকে কৃষি জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রি করছিল তোয়াক্কেল হোসেন। এমন খবর পেয়ে ওই স্থানে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেট নিরুপমা রায়।

এদিকে অভিযানের খবরে ভেকু ফেলে পালিয়ে যান ভেকু ড্রাইভার, হেলফার আর ট্র্যাক্টর ড্রাইভাররা। পরে তিনি ভেকুর ব্যাটারি জব্দ করেন। ভেকুটি জিম্মায় দিয়ে আসেন ওই ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ফারুক

হোসেনের।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,বলুহর ভূমি অফিসের নায়েব হারুন অর রশিদ।

মুজিবনগরে কৃষি জমিতে নির্মাণাধীন অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদ

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের মুজিবনগর দর্শনা প্রধান সড়কের পাশে রতনপুর গ্রামে কৃষি জমিতে নির্মাণাধীন সিএবি নামে অবৈধ্য ইট ভাটা উচ্ছেদ করেছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া।

মঙ্গলবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অনিমেষ বিশ্বাসের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস বলেন, বৈধ কাগজপত্র না থাকা পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়পত্র পত্র না থাকা এবং তিন ফসলি কৃষি জমিতে অবৈধভাবে ইটভাটা নির্মাণ করার কারণে এই ভাটা বন্ধ করা সহ নির্মাণাধীন স্থাপনা ভেঙে দিয়ে আজ থেকে ভাটা বন্ধ ঘোষণা করা হলো। এই ইটভাটা যদি পুনরায় কেউ চালু করার চেষ্টা করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পর্যায়ক্রমে উপজেলার যে সমস্ত ইটভাটার সঠিক কাগজপত্র নেই তাদেরও বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় অভিযানে কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের বায়োকেমিস্ট নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর আব্দুস সালাম সহ মুজিবনগর থানা পুলিশের টিম উপস্থিত ছিলেন।